সংবাদ

তারিখ ... 21 JAN 2012
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৮

শিক্ষক-কর্মচারীদের টাইমস্কেল চালুর বিষয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি

ফকুনউদ্দৌলাহ

১ মাসের মধ্যে শিক্ষক-কর্মচারীদের টাইমস্কেল চালু হওয়ার বিষয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। গত ৫ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় টাইমস্কেল দেয়ার আদেশ জারি করলেও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদফতরের কথায় তারা আবার হতাশায় পড়েছেন। মাউশি থেকে জানানো হচ্ছে, অধিদফতরে এখনো সার্কুলার আসেনি। শিক্ষক-কর্মচারীরা এ সুযোগ কবে নাগাদ পাবেন তা নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। এদিকে টাইমস্কেল দেয়ার ঘোষিত মাস শেষ হতে আর মাত্র ১০ দিন বাকি আছে।

এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং ওই সব প্রতিষ্ঠানের টাইমস্কেল পাওয়ার যোগ্য শিক্ষকরা জানান, বর্তমান সরকার ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে টাইমস্কেল দেয়া শুরু করে। নিয়ম অনুযায়ী যাদের চাকরির বয়স আট বছর পূর্ণ হয়েছিল তারা এই সুযোগ পাচ্ছিলেন। এতে গ্রেড পরিবর্তন হওয়ায়

চালুর : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

চালুর : বিষয়ে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বেতনের পরিমাণ বাড়ে। এ হিসেবে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন গড়ে প্রতিমাসে তিন থেকে চার হাজার টাকা বেড়ে যায়। কিন্তু চার মাস পর অর্থাৎ ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে তা বন্ধ হয়ে যায়। মাউশি সূত্র জানায়, অর্থ সংকটের কথা বলে অর্থ মন্ত্রণালয় টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় শিক্ষক-কর্মচারীদের টাইমস্কেল প্রদান স্থগিত করা হয়। গত ১৩ মাস ধরে একাধারে তা বন্ধ রয়েছে। এ অবস্থায় দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টাইমস্কেলের সুযোগপ্রাপ্ত ৪৯ হাজার ২৮০ জন শিক্ষক-কর্মচারী হতাশায় পড়েন। টাইমস্কেল প্রদান এক বছর বন্ধ থাকার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবার নতুন বছরের শুরু থেকে তা দেয়ার ঘোষণা দেয়ায় শিক্ষক-কর্মচারীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। গত ১৮ জানুয়ারি ছিল কাগজপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন। তারা আশান্বিত হয়ে কাগজপত্র তৈরি করে মাউশিতে পাঠান। একাজ করতে গিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রত্যেকের ২০-২৫ হাজার ঘুষ বাবদ খরচ হয়েছে। এই টাকা দিতে হয়েছে জেলা শিক্ষা অফিস ও মাউশিতে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষণার পর সময় ছিল মাত্র ১৩ দিন। কাগজপত্র তৈরির জন্য এসময় যথেষ্ট নয় বলে ঘুষ দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে তারা বাধ্য হন বলে জানিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যশোরের কয়েকজন মাধ্যমিক শিক্ষক জানান, তারা চাকরিজীবনে একবার টাইমস্কেল পান। কলেজ পর্যায়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা পান দু'বার এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা পান তিনবার। জীবনে একবারের জন্য আসা সুযোগ কোন কারণে যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য বাধ্য হয়ে বৈধ ও আইনানুগ কাজও ঘুষ দিয়ে তাড়াতাড়ি করিয়ে নিয়েছেন।

মাউশির একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানান, টাইমস্কেল প্রদান এক বছর বন্ধ থাকার পরও অর্থ মন্ত্রণালয় এখনো টাকা দেয়নি। এ অবস্থায় এ মাসেই টাইমস্কেল চালু করা যাবে কিনা তা নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। তবে বিকল্প হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী নিজস্ব খাতের অব্যবহৃত অর্থ বের করে টাইমস্কেল চালুর চেষ্টা চলছে। এ খাতে বছরে লাগবে ১৭০ কোটি টাকা। মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ সফল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।